নবীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স:) সম্পর্কে কটুক্তি ও অশালীন মন্তব্য করায় ব্লগার আসাদ নুর ও ব্লগার আবদুল্লাহ আল মাসুদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে গাংনীর তৌহিদী জনতা।

আজ বুধবার জোহরের নামাজের পর গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে মানববন্ধনের আয়োজন করে আমিরুল ইসলাম ইসলাম ফাউন্ডেশন।

এই মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা মওলানা মোঃ আব্দুল কাদের, গাংনী উপজেলা মডেল মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ ইলিয়াস হোসেন,গাংনী মাদ্রাসা জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ, গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আনিসুজ্জামান বকুল প্রমুখ।

গাংনী বাজার জামে মসজিদের ইমাম ও উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মওলামা মোহাম্মদ রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনের সমাপনী বক্তব্য রাখেন গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি ও আমিরুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক ইঞ্জিঃ সালাউদ্দিন শাওন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন,২০১৭ সাল থেকে ব্লগার আসাদ নূর নামের একটি ব্লগ পেজ থেকে মুসলিম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কটুক্তি ও মন্তব্য প্রকাশ করে আসছে, যা সারা পৃথিবীর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর চরম আঘাত হেনেছে। গত কয়েকদিন আগেও আসাদ নূরের ব্লগ পেজ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে কটুক্তি করে একটি ভিডিও আপলোড করেছে। শুধু আসাদ নূরের পেজে নয় আব্দুল্লাহ আল মাসুদ নামের একটি ব্লগ পেজ থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা এবং হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে অশালীন অযৌক্তিক ভিডিও বক্তব্য প্রকাশ করেছে।

এ সকল বক্তব্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে যে কটুক্তি করেছে তা বানোয়াট ভিত্তিহীন। মুসলমানদের খেপিয়ে তোলার জন্যই এই দুই ব্লগে বক্তব্য প্রকাশ করেছ। তারই প্রতিবাদে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভের আয়োজন। ওই দুই

ব্লগারকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানিয়েছেন মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা।

কৃষকদল নেতা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির শোক র্যালি

বিএনপির কেন্দ্র ঘোষিত শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় লক্ষিপুরে কৃষক দল নেতা সজীব হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যোগে শোক র্যালি ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২০ জুলাই) বিকালে মেহেরপুর কাথুলী বাসস্ট্যান্ড এই প্রতিবাদ সভা ও শোক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

শোক র্যালিটি কাথুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

শোক র্যালিতে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগাঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টোসহ অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় প্রধান শিক্ষককে

লাঞ্ছিতের ঘটনায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খানকে লাঞ্চিতের নিন্দা জানিয়ে ও দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দ্বাীতে প্রতিবাদ সভা করা হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টায় বালিকা বিদ্যালয়ের এ প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

প্রতিবাদ সভায় বত্তাগণ বলেন, স্কুল ঢুকে একজন প্রধান শিক্ষককে মারধর করা অত্যন্ত নিন্দদীয় কাজ। যা সুধি সমাজ মেনে নিতে পারেনা। আমরা এই লাঞ্চনাকারী সামসাদ রানুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানায়। ভবিষতে যেনো আর কেউ এধরনের কাজ করতে না পারে।

প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক ইয়াকুব আলী, আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, মুন্সিগঞ্জ একাডেমির প্রধান শিক্ষক আতিয়ার রহমান, বাদেমাজু বাদল স্মৃতি একাডেমি প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম, মুন্সিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর পাত্র, কুমারী ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হান্নান, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দীকুর রহমান, জেসিবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশিউর রহমান, সপ্তগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন, আইলহাস লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাইজাল হোসেন, নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনন্দ কুমার শীল, শ্যামপুর মাদ্রাসার সুপার আক্তারুজ্জামান, ঘোলদাড়ি বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ, আইলহাস লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নুরুল ইসলাম, এরশাদপুর একাডেমির সিনিয়র শিক্ষক আতিয়ার রহমান প্রমুখ।

প্রসঙ্গত,আলমডাঙ্গা সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে গত বুধবার সকাল ৯ টার দিকে পৌর সভার সাবেক কাউন্সিলর ও কৃষকলীগ নেত্রী সামসাদ রানু ওরফে রাঙ্গা ভাবী তার সপ্তম শ্রণীতে পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে যান। ছেলের ধারাবাহিক মূল্যায়ন পরীক্ষা কিভাবে, পদ্ধতিই বা কী এবং ছেলেরা আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করবেন জানতে প্রধান শিক্ষকের আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। সকাল ৯ টা ৫০

মিনিটে প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান বিদ্যালয় আসলে সামসাদ রানু তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে টিচারদের রুমে নিয়ে যান। বিদ্যালয়ে কেনো দেরি করে এসেছে জানতে চেয়ে তাকে চড় থাপ্পর মারেন। সে সময় সেখানে থাকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন মহিলা কাউন্সিলরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে থাকেন।

এদিকে ঘটনার কিছু সময় পর বিদ্যালয় ছুটি হলে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে যান। পরে সহকারী শিক্ষকরা এ বিষয়ে বিদ্যালয়ে বৈঠকে বসেন।

ঘটনার বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমি এ ঘটনায় হতবিহ্বল হয়ে পড়েছি। বিদ্যালয়ের সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমাকে ডেকেছেন। আমি স্যারের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো।
সন্ধ্যায় প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম খান থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ সামসাদ রানুকে গ্রেফতার করেন।

গতকাল তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ

বিএনপি- জামায়াতের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারে শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

এ সময় তিনি বলেন, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের পর সারা বিশ্ব

বিপদগ্রস্ত। জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষ এটা বুঝে কিন্তু বিএনপি জামায়াত তা বুঝে না। তারা এই ইস্যুটিকে সামনে এনে বর্তমান সরকারের পতন চায়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার পতন চেয়ে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়। ২০১৪-১৫ সালেও এইরকম দাবি তুলে তারা দেশে হরতাল অবরোধ ডাকে। সে সময় বিএনপি-জামায়াত দেশের মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি-জামায়াত দেশের শত্রু। তারা স্বাধীনতার শত্রু। একাত্তরে তারা এদেশের স্বাধীনতা চায়নি। জিয়াউর রহমান সেই পরাজিত শক্তিকে, স্বাধীনতার শত্রু জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ২০১৪ সালের মতো যদি আবার বিএনপি জামায়াত নৈরাজ্য চালানোর চেষ্টা করে তাহলে চুয়াডাঙ্গায় জেলা যুবলীগের তা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

শান্তি সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর হোসেন খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান, দরূদ হাসান, হাসানুল ইসলাম পলেন, জুয়েল জোঃ, রামিম হাসান সৈকত, শেখ রাসেল, খালিদ মন্ডল, দিপুবিশ্বাস, লোকমান, রনি, জামাল, জাকির, নোমান, জনি, লিফটন, বাচ্চু, মোমিন, জিসান, সোহাগ, চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি- আসাদ, সম্পাদক- বিল্পব হোসেন, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি-রানা,সম্পাদক- খানজাহান, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সেলিম রেজা,সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাফুজুর রহমান সহ ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মী।

বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে

দামুড়হুদায় যুবলীগের সমাবেশ

দেশবিরোধী’ বিএনপি-জামায়াতের ‘সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের’ প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দামুড়হুদায় যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে মিছিল বের করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের দিক নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন ও সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক হযরত আলীর নেতৃত্বে মিছিলটি দামুড়হুদা সদর, দেউলী মোড়, চিৎলা, গোবিন্দহুদা, নাপিতখালি, বদনপুরসহ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হাশেম মেম্বার, হাসান মেম্বার, মতিয়ার মেম্বার, কামরুল মেম্বার, উপজেলা যুবলীগ নেতা শেখ হাফিজুর বিন শামসের, জাহাঙ্গীর আলম, হায়দার আলী, রফিকুল ইসলাম, হাসান আল বাখার ডলার, জামাত আলী, নাহিদ হোসেন, শাহিন, হেকমত, ফজু, সাইদুর রহমান, স্বপন মালিথা, সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক আহবায়ক শাহীন মোল্লাসহ স্থানীয় যুবলীগ নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

প্রকৌশলী কর্তৃক পৌরসভার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল ১১টায় পৌর ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় পৌর সচিব এনামুল হক প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে সহিদুজ্জামান সেলিম বলেন, আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর জনস্বার্থ ও সরকারের ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখতে পৌরভবন, রোড লাইট, পানি সরবরাহসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করতে পূর্বের মেয়রদের আমলের বকেয়া বিল বাবদ ২ কোট ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার ৭’শ ১৩ টাকার মধ্য থেকে ২৩ লক্ষ ৬২ হাজার ২’শ ১০ টাকা বকেয়া পরিশোধ করি। পরবর্তীতে আমরা প্রিপেইড মিটারের মাধ্যমে গত ২১ সালের মে মাস থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৯ লক্ষ ২৮ হাজার ১০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিয়েছি। আমার পরিষদের সময়কালীন কোন বিল বকেয়া up।

স্থানীয় আবাসিক প্রকৌশলী বকেয়া বিল আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে তাৎক্ষনিক ২ লক্ষ টাকা ও প্রতিমাসে বিলের সাথে ১ লক্ষ টাকা বকেয়া সমন্বয়ের প্রস্তাব দিই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আবাসিক প্রকৌশলী আমাদের সাথে কোন পরামর্শ না করেই গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর পৌর এলাকার ২টি রোড লাইট ও পানির পাম্পের ৩টি লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। এতে পৌরবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পৌর মেয়র বলেন, সাবেক মেয়রদের সময়ে বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বকেয়া আদায়ে তৎপর না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এ অবস্থা উত্তোরনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সুদৃষ্টি কামনা করেছেন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন জাহিদ বলেন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন হাত নেই।

গাংনীতে সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার

প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে ভুয়া কমিশন করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শাহিন নামের এক ব্যাক্তি। শনিবার বিকেলে ছাতিয়ান ব্রিক ফিল্ডে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, তার পিতা সাবেক সেনা সদস্য জবেদ আলী স্ট্রোক জনিত কারণে প্যারালাইজ্ড ও বাকশক্তিহীন। চিকিৎসার কথা বলে তার বৈমাত্রিক বোন সেলিনা খাতুন ও লিলি খাতুন ভুয়া কমিশন করে গত ১৬-১০-২০২২ ইং তারিখে গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মাধ্যমে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করে নেয়। যার দলিল নং- ৮০৭৯/২২। দলিলে সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মাঠ কবর স্থান ও বাড়িঘর। আর এতে সনাক্তকারী হিসেবে রয়েছেন জনৈক তরিকুল ইসলাম।

শাহিন আরো জানান, তার পিতা জবেদ আলী একজন শিক্ষিত ও সামরিক বাহিনীর সদস্য। কোন কমিশন করতে হলে নিজ বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে ও তার সকল ওয়ারিশদের সম্মতিতে ভাগ বন্টন হতে হবে। অথচ বাসস্থানে উপস্থিত না হয়ে কোন তদারকি ও তদন্ত ছাড়াই স্ত্রী ও দুই সন্তানকে বঞ্চিত করে কমিশন করে রেজিস্ট্রি করেছেন সাব-রেজিস্টার। এতে জবেদ আলীর স্ত্রী ও তার দুই সন্তান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা সম্পত্তি ফিরে পেতে ও ভুয়া দলিল বাতিলের আহবান জানান।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় ইউপি মেম্বর হাফিজুল জানান, জবেদ আলীর দুই স্ত্রী। জবেদ আলী অসুস্থ হবার পর উভয় স্ত্রীর সন্তানরা চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসার জন্য দুই মেয়ে তার বাবাকে তাদের জিম্মায় রেখে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে কমিশন করে সব সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। এটি অন্যায় ও বড় ধরণের অপরাধ। সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়ার পর দুই বোন ও তার লোকজন স্ত্রী ও দুই ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করছেন ও নানা ভাবে হুমকী দিচ্ছেন। ওই দুই বোনের সাথে বারবার যোগাযোগ করেও কোন কর্ণপাত করেনি তারা।

গ্রামবাসিরা জানান, জবেদ আলী ছিলেন একজন শিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি। সে তার কোন সন্তানকে বঞ্চিত করতে পারেন না। এখন তিনি কথা বলতে না পারায় সুযোগটি হাতিয়ে নিয়েছেন তার সুচতুর দুই মেয়ে। কমিশনও প্রশ্নবিদ্ধ। আসল দলিলে জবেদ আলীর স্বাক্ষর থাকার কথা থাকলেও টিপ সহি দেয়া রয়েছে। তা ছাড়া জবেদ আলী কোন কথা বলতে

পারেন না। হলফ নামায় তার দুই সন্তান ও এক স্ত্রীর নাম দেয়া নেই। ওয়ারিশ পত্রটিও সঠিক নয় বলে দাবী করেছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গ্রামবাসি উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

‘বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক, দমব না থামব না’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার উদ্দ্যেগে রোববার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ঝিনাইদহ ও নারীপক্ষ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি আমিনুর রহমান টুকুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সদস্য শরিফা খাতুন, এন.এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, ডাঃ রেজা সেকেন্দার, লামিয়া, রিতা সরকার, এ্যানিসহ অন্যান্যারা।

এসময় বক্তারা বলেন, সারা দেশে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। এসব বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে সুবির দাসকে হত্যার

প্রতিবাদ ও খুনদের ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ শহরের সেলুন কর্মী সুবির কুমার দাস হত্যার প্রতিবাদ ও খুনদের ফাঁসির দাবীতে চাকলাপাড়া মহল্লাবাসি মানববন্ধন করেছে।

শুক্রবার বেলা ১০টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই মানববন্ধন কর্মসুচি পালিত হয়। এই কর্মসুচিতে চাকলাপাড়া, মহিষাকুন্ডু ও পুরানো হাটখোলা এলাকার শত শত নারী পুরুষ অংশ গ্রহন করেন।

কর্মসুচি শেষে এক প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মুক্ত, রাম সরকার, সাদ্দান হোসেন, শামসুল হক, সুজিত কর্মকার, সুকুমার দাস, নাসের হাসান সোহাগ সুশান্ত সরকার প্রমুখ। বক্তাগন বলেন চাকলাপাড়া পাড়ায় কিশোর গ্যাং ও মাদক ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রশাসনকে মাসোয়ারা দিয়ে এই চক্র মাদক ব্যবসা করে যাচ্ছে। তারাই পারিবারিক বিরোধের জের ধরে সেলুন কর্মী সুবিরকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছে বলেছে অভিযোগ করা হয়।

উল্লেখ্য গত সোমবার (৪ অক্টোবর) মধ্যরাতে চাকলাপাড়ার মির্জা মহলের সামনে সুবীরকে হত্যা করা হয়। হামলায় নিহত’র পিতা সত্যপদ দাস, মা শিখা রানী দাস ও ভাই খোকন দাসও আহত হন। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকৎসাধীন আছেন। এ ঘটনায় র্যাব মামলার আসামী নির্মল দাস ও লিমন জোয়ারদারকে আটক করলেও বেশির ভাগ আসামী পলাতক রয়েছে।

ইবিতে সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আবাসিক হল এলাকায় মধ্যরাতে সিরিজ ‘ককটেল’ বিস্ফোরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। বিক্ষোভে আবাসিক হলের পাশে অনন্ত ছয়টি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ বলে দাবি করেছেন নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবন এলাকা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়ে প্রশাসন ভবনে ও মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব প্রদক্ষিণ করে ছাত্রলীগ টেণ্ডে শেষ হয়েছে। বিক্ষোভের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ আব্দুস সালাম সিরিজ ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো পরিদর্শন করেন।

জানা যায়, হঠাৎ বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও লালন শাহ হলের দক্ষিণ ব্লকের পাশে থেমে থেমে ৬টি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটার অভিযোগ করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা৷ এ ঘটনার পর থেকেই আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। আবাসিক শিক্ষার্থীরা বহিরাগত কেউ হল এলাকায় এমন ককটেল বিস্ফোরণ করলো ভেবে অভ্যন্তরে ও বাহিরে লাঠি, রড, স্ট্যাম্প ও হকস্টিক টহল দিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতারা শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ কক্ষে পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার সাথে সাথে মোবাইল ফোনের কল দিয়েও প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও প্রশাসন বডির ডাকলেও না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশে এ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগ।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয় বলেন, ‘ গতকাল আমাদের রুমের পাশে পর পর তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ করা হয়েছে। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত ঘটনা। অন্যদিকে আবার আমাদের সভাপতির ব্লকের পাশেও একই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ।আমরা রাতে প্রক্টোরিয়াল বডিকে ডেকেছি কিন্তু তাদের কোন উপস্থিতি পাইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিক্ষোভ করেছি।”

তিনি আরো বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে পরিকল্পিত এ ঘটনা ঘটাচ্ছে। এতে কারা জড়িত সেটা তদন্ত করা ছাত্রলীগের কাজ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাজ। উপাচার্য স্যার একটি তদন্ত কমিটি ঘটন করবেন বলে আশা দিয়েছেন ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের।